খাবারের মধ্যে কীটনাশক — আমরা চাই না

দিনে একটা করে আপেল আপনার স্বাস্থ্যের ক্ষতি করবে। হ্যাঁ ঠিকই পড়ছেন ! সরকারের নিজস্ব রিপোর্টই এখন বলছে যে ক্লোরডেন, হেপ্টাক্লোর এবং ডিডিটি-র মতো নিষিদ্ধ কীটনাশক জমা হচ্ছে আমাদের খাদ্যে। যেমন ক্লোরডেন হল এমন একটি রাসায়নিক যা আমাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ভয়ানক ক্ষতি করে, ক্ষতি করে আমাদের লিভার, কিডনি, ফুসফুস ও চোখেরও। এছাড়াও কোনো একটি শস্যে যে ধরনের কীটনাশকের ব্যবহার নেই, সেসব কীটনাশকের অবশেষও ওই নির্দিষ্ট শস্যজাত খাদ্যের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। মনোক্রোটোফস হল এমনই এক কীটনাশক যা আমাদের স্বাস্থ্যের তাৎক্ষণিক তথা দীর্ঘকালীন দু ধরনেরই ক্ষতিসাধন করে। দেশে এর ব্যবহারও ব্যাপক। শাকসবজির ওপর এর প্রয়োগ অনুমোদিত নয় । নানা সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন সবজির মধ্যে বিষাক্ত অবশেষ হিসেবে মনোক্রোটোফস পাওয়া গেছে। আবার যে সমস্ত রাসায়নিক কৃষিতে ব্যবহারযোগ্য বলে ছাড়পত্র পেয়েছে, খাদ্যে তাদের অবশিষ্টাংশও আইনিভাবে স্বীকৃত মাত্রার চেয়ে বেশি। আমাদের দেশের খাদ্য, জল ও মাটি রাসায়নিক কীটনাশক দ্বারা কীভাবে দূষিত হচ্ছে এ হল তার নমুনা মাত্র।

সুপারমার্কেট বা স্থানীয় বিক্রেতাদের কাছ থেকে যতই আপনি টাটকা ফল ও শাকসবজি কেনার চেষ্টা করুন, যতই সেগুলো ভালভাবে ধুয়ে, রান্না করে খাবার চেষ্টা করুন, বিষাক্ত রাসায়নিকের অবশেষ আপনার শরীরে প্রবেশ করবেই। ফল, শাকসবজি, মাংস, পোলট্রিজাত, সামগ্রী দুধ ইত্যাদি সব কিছুর মধ্যেই বিপুল পরিমাণে কীটনাশকের অবশেষ পাওয়া যাচ্ছে। যা অনুমোদিত সর্বাধিক অবশেষ মাত্রা (MRL)-র থেকে বেশ বেশি। এই মাত্রা ধার্য হয়েছে খাদ্যে ভেজাল তদারকি আইন, ১৯৫৪ অনুযায়ী। এছাড়া আমাদের পানীয় জলও দূষিত। সবচেয়ে খারাপ হল এই যে মায়ের দুধও এর হাত থেকে রেহাই পায়নি। কিন্তু এই ভেজাল নিয়ন্ত্রণ বা রোধে কেউ কিছু করছে না।

সরকার খেয়াল করছে না

এটা খুব পরিষ্কার যে, এই সমস্যার উৎস আমাদের চাষের ক্ষেত। সব জানা সত্ত্বেও এবং রাসায়নিক কীটনাশকের বিকল্প থাকা সত্ত্বেও ভারত সরকার এ সমস্ত মারাত্মক রাসায়নিক ব্যবহারে উৎসাহ দিচ্ছে যা বকলমে বিষের কারখানাকে সাহায্যের সামিল। সরকার জিন পরিবর্তিত শস্যের মাধ্যমেও এর সমাধান খুঁজছেন কিন্তু তাও খুবই গোলমেলে ও ক্ষতিকর। নিরাপদ বিকল্প যা রয়েছে, তার জন্য প্রয়োজন সরকারি পৃষ্ঠপোষণা। কিন্তু আমাদের অন্নদাতা চাষিদের কাছে এ সমস্ত বিকল্প-রূপায়ণের সত্যিকারের সুযোগ নেই। নেই এমন কোনো ব্যবস্থা, যাতে চাষিরা জেনে বুঝে যেটা ভালো তা প্রয়োগ করতে পারে। উৎপাদন ব্যয় ক্রমাগত বেড়ে চলায় চাষিরা একেই খুব বিপদে, তার উপর কীটনাশক বিষয়ক এই সমস্যায় তারা একেবারে জর্জরিত।

কিছু সুখবর

সুখবর হল এই যে দুনিয়াব্যাপী ব্যাপক গবেষণা ও অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমান রাসায়নিক চাষের নিরাপদ বিকল্প রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, অন্ধ্রপ্রদেশে লক্ষাধিক চাষি কোনো রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার না করা চাষ পদ্ধতিতে সাহায্য পাচ্ছেন। এ ধরনের চাষে চাষিরা নাকি অনেক বেশি লাভ করছে। আর আমাদের খাদ্য উৎপাদনে যদি কীটনাশক ব্যবহার করা না হয় তাহলে আমাদের খাদ্যেও তার অবশেষ থাকবে না।, অর্থাৎ, আমরা খুব সহজেই বিষমুক্ত খাদ্য পাব। যেহেতু সরকার কোনো সদর্থক পদক্ষেপ নিচ্ছে না এবং কীটনাশক শিল্পের পক্ষ সমর্থন করে যাচ্ছে তাহলে আমাদের উপভোক্তাদেরই এককাট্টা হতে হবে এবং দাবি করতে হবে বিষমুক্ত খাদ্যের। নাগরিক হিসেবে খাদ্যের অধিকার আমাদের রয়েছে।

এই অবস্থা পাল্টানোর আপনিও একজন কারিগর হতে পারেন

বিষের শিকার আমরা নাগরিকরা, সরকারের কাছে অবশ্যই দাবি করতে পারি যে মানুষ এবং পরিবেশের নিরাপত্তার স্বার্থকে মারণ বিষের কারবারিদের মুনাফার চেয়ে বেশি প্রাধান্য দিতে হবে। আপনারা দাবি করুন, যাতে সরকার এর দায়িত্ব নেন এবং বিষহীন খাদ্য যাতে আপনারা পেতে পারেন।

সরকারের কাছে আপনারা দাবি করতে পারেন :

- **রাসায়নিক কীটনাশক ও জিন পরিবর্তিত শস্যের বদলে জৈব/পরিবেশমুখী/প্রাকৃতিক চাষ-ব্যবস্থা চালু করার জন্য সরকারকে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে।**
- **জৈব খাদ্য মানুষ যেন পায় তা সুনিশ্চিত করতে হবে (বিশেষত গর্ভবতী ও স্তন্যদায়ী মা ও শিশু)।**
- **অন্য বহু দেশের মতো আমাদের দেশেও কীটনাশক নিষিদ্ধ করতে হবে।**

www.indiaforsafefood.in-এই ওয়েবসাইটে এক প্রতিবাদ-পত্র আছে। সাইটটি খুলে ওই প্রতিবাদ-পত্রে সই করুন। আমরা এই প্রতিবাদ-পত্র কৃষিমন্ত্রীকে পাঠাব। সঙ্গে অবস্থা বদল করার এই কাজে আপনি কীভাবে যুক্ত হতে পারেন, সাইটটিতে দেওয়া আছে তার তত্ত্বতালাসও।

বা কেবল একটা, ০২২ ৩৩০১ ০০৩১ এই নম্বরে মিসড কল দিন। আমরা আপনাকে সব জানিয়ে দেব।

পুনশ্চ

দূরদর্শনে স্টার প্লাস চ্যানেলে 'সত্যমেব জয়তে' শীর্ষক একটি অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়। অনুষ্ঠানের সংযোজক হিন্দি- সেলুলয়েডের জনখ্যাত অভিনেতা আমির খান। সম্প্রতি কৃষিতে রাসায়নিক কীটনাশক তথা খাবারে বিষ নিয়ে এক 'আলাপচারিতা' আয়োজিত হয় এই অনুষ্ঠানের এক পর্বে। বৈদ্যুতিন মাধ্যমের এই উপস্থাপনা এই আন্দোলনের সংহতিতে এক নিবেশি সংযোজন।

মনে রাখবেন, এই উদ্যোগ খালি আমার-আপনার জন্য নয়। এই উদ্যোগ সকলের জন্য। এই উদ্যোগ বিশেষ করে আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য, যাদের এই বিপদ গ্রাস করবে সবচেয়ে বেশি।

আসুন একজোট হই, এর বিরুদ্ধে প্রচার করি, অবস্থার বদল করি।

বিষ খাবার খাব না !

বিষমুক্ত খাবার পাওয়া আমার অধিকার ! কোনো রাসায়নিক বা জিনশস্য চাই না !

ডিআরসিএসসি ৫৮এ ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৪২ থেকে সোমজিতা চক্রবর্তী কর্তৃক জনস্বার্থে প্রকাশিত ও প্রচারিত